দৈনিক ইত্তেফাক

DEC 26 200

মেধা-যোগ্যতার বিকল্প নেই, অথচ–

রেজানুর রহমান ॥ মেধা ও যোগ্যতা ছাড়া সুশিক্ষা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ বাস্ত সত্যটি সকলেই অনুধাবন করছেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহ করা হচ্ছে না। দেরীতে হলেও সরকারী পর্যায়ে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষকদে পদোন্নতি দান, ইংরেজী শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা শু হয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। সরক বলছেন, যুগের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদে উৎসাহিত করা জরুরী। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনসমূহ এ ব্যাপারে তেমন কোন উচ্চ-বাচ্য করা না। বরং একটি শিক্ষক সংগঠন 'তৃতীয় বিভাগ' প্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার লক্ষে অদ্যাবধি আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মেধা যোগ্যতার

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উ কর্মকর্তা বলেন, দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশেষ করে অংক, ইংরেজী ও বিজ্ঞান দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার পরও কোন প গ্রহণ করছেন না। যোগ্য শিক্ষক ছাড়া, ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলা অসম্ভব। তবুও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যো বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত গতিতে এস এইচএসসি পরীক্ষায় ফেলের হার অস্বা গতিতে বৃদ্ধি পেলেও নতুন শিক্ষক নি ক্ষেত্রে মেধার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না এলাকার জনপ্রতিনিধি অথবা বিশেষ চাপে এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযে চাকরি পাচ্ছেন।

একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা অব্যাহত গতিতে অবনতি রোধে মন্ত্রণালয় বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। ে ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা, ইংরেজী ও অংক বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষিকার জন্য বিশেষ স্কেল অথবা বোনাস প্রদানের কথা ভাবা হচ্ছে। পর্য সকল পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চি হচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফে সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানি